চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
জনসংযোগ শাখা
প্রেস বিজ্ঞপ্তি

৩১ জুলাই ২০১৭ খ্রি.

সিঙ্গাপুর ব্যাংকক মার্কেটেকে স্যাটেলাইট মার্কেটে উন্নীত করে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা হবে কৃতি শিক্ষার্থী ও ঈদ বিক্রয় উৎসব মেগা ড্র’র পুরষ্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেছেন,মেধা,বুদ্ধি ও সুমধুর আচরন দ্বারা অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। ব্যবসায় উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন ভাল ব্যবহার ও ভদ্র আচার আচরণ। মেয়র বলেন, সিঙ্গাপুর ব্যাংকক মার্কেটেকে স্যাটেলাইট মার্কেটে উন্নীত করে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। ৩০ জুলাই ২০১৭ খ্রি. সন্ধ্যায় নগরীর আগ্রাবাদে সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত সিঙ্গাপুর ব্যাংকক মার্কেট দোকান মালিক ব্যবসায়ী সমিতি আয়োজিত কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা ও ঈদ বিক্রয় উৎসব মেগা ড্র’র পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষনে মেয়র এ কথা বলেন। সমিতির সভাপতি আলহাজ্ব আহমেদ হোছাইন এর সভাপতিত্বে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নিপু নন্দীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও সি এন্ড এফ এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক আলতাফ হোসেন চৌধুরী বাচ্চু, ২৭ নং দক্ষিণ আগ্রাবাদ ওয়ার্ড কাউন্সিলর আলহাজ্ব এইচ এম সোহেল। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মো. ইব্রাহিম ভূঁইয়া। অনুষ্ঠানে সিঙ্গাপুর ব্যাংকক মার্কেট দোকান মালিক ব্যবসায়ী সমিতির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলোয়াত এবং প্রধান অতিথিসহ সকল অতিথিদের ফুল ও ক্রেষ্ট দিয়ে বরণ করা হয়।পরে মেয়র জেএসসি, এসএসসি ও এইচ এস সি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থী এবং ঈদ বিক্রয় উৎসবে মেগা ড্র এর বিজয়ীদের হাতে পুরষ্কার ও ক্রেষ্ট তুলে দেন।

৩১ জুলাই ২০১৭ খ্রি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এঁর ২য় বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন এর দায়িত্ব গ্রহনের ২ বছর পূর্তি উপলক্ষে ৩১ জুলাই ২০১৭ খ্রি. সোমবার নগরীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে সুধি সমাবেশে নগরীর রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, আইনজীবী, প্রকৌশলী, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি সহ নানা শ্রেণি ও পেশার বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ সহ সুধিজন উপস্থিত ছিলেন। সুধি সমাবেশে সিটি মেয়রের দায়িত্ব গ্রহণ থেকে ২৪ জুলাই ২০১৭ খ্রি. পর্যন্ত সময়ে তার কার্যক্রমের উপর প্রামান্যচিত্র বড় পর্দায় প্রদর্শন করা হয়। এ ছাড়াও ২ বছরের যাবতীয় কার্যক্রমের উপর প্রকাশিত প্রতিবেদনের একটি বই উপস্থিত সকলের কাছে বিতরণ করা হয়। সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন, বাইবেল, ত্রিপিটক ও গীতা থেকে পাঠ করা হয়। পরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ, বিগত সময়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, প্রশাসক, কমিশনার, কাউন্সিলর পদে থেকে মৃত্যুবরণকারী, চসিক এর প্রয়াত কর্মকর্তা-কর্মচারী সহ নগরীর প্রয়াত বিশিষ্ট নাগরিকদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় এক মিনিট দাঁড়িয়ে নিরবতা পালন এবং মোনাজাত করা হয়। সুধি সমাবেশে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় চার নেতা সহ মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বিগত ২৮ এপ্রিল ২০১৫ খ্রি. অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচনে তাঁকে প্রার্থী মনোনীত করার জন্য বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্œ জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে কৃতজ্ঞতার সাথে তাকে স্মরন করে বলেন, সুধি সমাবেশে উপস্থিত আপনারা চট্টগ্রাম তথা দেশের সুনাগরিক, আপনাদের মাধ্যমে আমার বিগত দিনের কার্যক্রম উপস্থাপন করা হলো, তার সুফল ও কুফল, ভাল ও মন্দ দিক বিবেচনার দায়িত্ব নগরবাসীর। মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, সততা, সচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত হচ্ছে। কাউন্সিলর চসিক এর কর্মকর্তা-কর্মচারী সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে শতভাগ নাগরিক সেবা নাগরিকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার প্রয়াস চলছে। সরকার চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা লাঘবে

আন্তরিক। এ লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণিত হচ্ছে। কিছুটা সময় দিন জলাবদ্ধতা নিরসন সহ কাংখিত সকল উন্নয়ন নির্দ্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যেই সম্পন্ন করা হবে। মেয়র বলেন, সুধি সমাজের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের পরামর্শ মতে আইনী কাঠামোর মধ্যে থেকে সচেতনতার সাথে নাগরিক প্রত্যাশা পুরনের চেষ্টা করছি। নগরবাসীকে দেয়া প্রতিটি ওয়াদা ৫ বছর মেয়াদের মধ্যে পুরন করব।

এ লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রসঙ্গক্রমে মেয়র বলেন, বিগত ২০ বছরের তুলনায় সকল প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে সচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মধ্যে আনা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে উন্নয়ন কার্যক্রমে কেন ধরনের অব্যবস্থাপনা ও দূর্নীতি নেই। উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত ঠিকাদারগণ স্বাধীনভাবে অনলাইনে আবেদন করতে পারছে। মেয়র বলেন, নগরবাসীর নিকট থেকে যে সকল খাতে পৌরকর গ্রহণ করা হয় তাদের প্রতিটি পয়সার ব্যয় সঠিকভাবে করা হচ্ছে। তিনি বলেন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশের স্বার্থে পরিচ্ছন্ন কাজের আমুল পরিবর্তন করা হয়েছে। বিকেল ৩ টা থেকে রাত ১১ টা পর্যন্ত নগরবাসীকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আবর্জনা ফেলার আহবান জানানো হয়েছে। পরিচ্ছন্ন বিভাগ রাত ১১ টা থেকে ভোর ৬ টা পর্যন্ত আবর্জনা অপসারন কাজে নিয়োজিত থাকে। মেয়র বলেন, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নগরীকে এলইডি লাইটিং এর আওতায় এনে নগরীকে শতভাগ আলোকিত করা হবে। নগরীর অলি-গলি, রাজপথ শতভাগ কার্পেটিং করা হবে। এক ইঞ্চি জায়গাও কাঁচা সড়ক থাকবে না। মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন মেয়াদ শেষে পাই টু পাই ওয়াদা বুঝে নেয়ার জন্য নগরবাসীকে আহবান জানান।মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, আমাদের পূর্বপুরুষ ১৮৮০ সন থেকে চট্টগ্রাম নগরীর অধিবাসী। নাগরিক দায়বদ্ধতা আমাদের রয়েছে। নাগরিকদের সেবা দেয়ার জন্য দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছি। চট্টগ্রামবাসীর স্বার্থে জীবন দিয়ে দায়িত্ব পালন করব। যদি দূর্নীতির আশ্রয় নিতে হয় হাসি মুখে দায়িত্ব ছেড়ে চলে যাব। তিনি বলেন, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কার্যক্রমের সকল তথ্য উপাত্ত সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে কোন ধরনের ভুল ভ্রান্তি থাকলে তার দায় আমি নিতে প্রস্তুত আছি। তিনি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বাজেট প্রসঙ্গে বলেন, এবারের বাজেট বাস্তবতার নিরিখে বাস্তবায়ন যোগ্য প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হয়েছে। ঘোষিত বাজেটে কোন

ধরনের কৃত্রিমতা নেই। জলাবদ্ধতা প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, জলাবদ্ধতার ক্ষেত্রে নগরবাসী বা অন্য কারোর সংশ্লিষ্টতা থাকলে তা নিরসন করতে হবে। তবে প্রকৃতির সাথে সম্পৃক্ত জলাবদ্ধতা নিরসন করা অনেকাংশে কঠিন ও দীর্ঘমেয়াদী। তিনি বলেন, ১৯৯৫ সনের ড্রেনেজ মাষ্টার প্ল্যান বাস্তবায়ন না হওয়ার কারনে নাগরিক দূর্ভোগ চরম আকার ধারন করছে। তিনি আশা করেন, সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় ও সমন্বয়ের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা নিরসন সহ সকল সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হবে। তিনি ফ্লাইওভারের পিলার দ্বারা বহদ্দারহাট ও রেল ষ্টেশন এলাকায় নালা বন্ধ করে দেয়ার কারনে জলাবদ্ধতা আশংকাজনকভাবে বেড়ে গেছে। সমন্বয়হীনতা ও অপরিকল্পিত কর্মকান্ডের কারনে নাগরিক দূর্ভোগ বেড়েই যাচ্ছে। মেয়র বলেন, চট্টগ্রাম এর জলাবদ্ধতার পেছনে অপ্রত্যাশিত ভারী বৃষ্টি, পাহাড় ক্ষয়, সামুদ্রিক জোয়ার, কাপ্তাই বাঁধের পানি ছেড়ে দেয়া এবং ৩ পার্বত্য জেলার পানি কর্ণফূলি নদী দিয়ে নগরীতে প্রবেশের বিষয়গুলো জড়িত বলে তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন। মেয়র বলেন, আমার বিশ্বাস চট্টগ্রাম একটি গুরুতপূর্ণ নগরী। যেকোন মানদন্ডে দেশের এক নম্বর নগরী। কারণ চট্টগ্রাম বন্দর সহ এ এলাকাটি অর্থনৈতিক প্রাণকেন্দ্র। বিশ্বমানের আধুনিক নগর, মেগাসিটির পরিকল্পনা মাথায় রেখে এ নগরীকে গ্রিন ও ক্লিন সিটির ভিশন নিয়ে সেবা করে যাচ্ছি।

সুধি সমাবেশে মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন আরো বলেন, নগরবাসী' র পরামর্শ,নির্দেশনা ও যে কোন আলোচনা-সমালোচনা করার অধিকার রাখে। নগরবাসীর স্বার্থে যে কোন নাগরিক আমার মোবাইলে ফোন করে, এস এম এস দিয়ে যে কোন বিষয় জানাতে পারবে। তিনি বলেন, বিগত দুই বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে আগামী ৩ বছরের কর্মপরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। তিন অর্থ বছরের মধ্যে দেয়া অঙ্গিকার একে একে বাস্তবায়ন করা হবে। কর ব্যবস্থার বিষয়ে মেয়র বলেন, সরকারের আইন দ্বারা হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারিত আছে। হোল্ডিং ট্যাক্স এক টাকাও বৃদ্ধি করার ক্ষমতা বা এখতিয়ার মেয়রের নেই। সুধি সমাবেশে সিটি মেয়রের বিগত দুই বছরের কার্যক্রমের উপর আলোচনা করেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সদস্য, মিসেস সাবিহা মুসা, সংসদ সদস্য মিসেস ওয়াসিকা আয়েশা খানম, দি চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স এর সভাপতি আলহাজ্ব মাহবুবুল আলম, চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি রিয়াজ হায়দার চৌধুরী, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি ও দি চিটাগং টিভি জার্নালিষ্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি আলহাজ্ব আলী আব্বাস, চট্টগ্রাম

প্রেস ক্লাবের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক চৌধুরী ফরিদ, দৈনিক বীর চট্টগ্রাম মঞ্চের সম্পাদক সৈয়দ ওমর ফারুক, বি এম এ চট্টগ্রামের সভাপতি ডা. মো.মজিবুল হক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ চট্টগ্রাম জেলা কমান্ডের কমান্ডার মোহাম্মদ সাহাব উদ্দিন আহমদ, মহানগর ইউনিট কমান্ডার মোজাফফর আহমদ, চট্টগ্রাম চেম্বার এর সাবেক পরিচালক মাহফুজুল হক শাহ, মহিলা চেম্বার পরিচালক রেখা আলম চৌধুরী, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি সামশুল হক হায়দরি, স্থপতি সোহেল মাহমুদ শাকুর। স্বাগত বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সামসুদ্দোহা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সচিব মোহাম্মদ আবুল হোসেন। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনায় ছিলেন সিটি মেয়রের একান্ত সচিব মোহাম্মদ মঞ্জুরুল ইসলাম। সুধি সমাবেশে শুরুতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অ্যাপস উদ্বোধন করেন মোহাম্মদ ফরহাদ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে মেয়রকে ফুলের শুভেচ্ছায় অভিষিক্ত করা হয়। সুধি সমাবেশে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের উন্নয়ন প্রতিবেদনে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ভবিষ্যৎ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা বিষয়ে চট্টগ্রামকে গ্রিণ ও ক্লিন সিটিতে পরিণত করা, নগর ভবন নির্মাণ,চট্টগ্রাম মহানগরীতে মেট্রোরেল স্থাপন, মাস্টার প্ল্যানের সুপারিশমতে প্রস্তাবিত নতুন সড়ক নির্মাণ, ফিরিঙ্গি বাজার হতে বারিক বিল্ডিং পর্যন্ত ফ্লাইওভার নির্মাণ,মুরাদপুর, ঝাউতলা, অক্সিজেন ও আকবর শাহ রেলক্রসিং-এর উপর ওভারপাস নির্মাণ, ঢাকামুখী ও হাটহাজারীমুখী বাস টার্মিনাল নির্মাণ, টোল রোডের পাশে কন্টেইনার, ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ, নগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে ওভারপাস/আন্ডারপাস নির্মাণ, ড্রেনেজ মাস্টার প্ল্যানের সুপারিশমতে প্রস্তাবিত নতুন ড্রেইনসমূহ নির্মাণ, ড্রেনেজ মাস্টার প্ল্যানের সুপারিশমতে শীতল ঝরনা থেকে নোয়াখাল পর্যন্ত প্রস্তাবিত নতুন খাল নির্মাণ, চাক্তাই ও মহেশ খালের সম্প্রসারণ সহ উভয় পাশে সড়ক নির্মাণ, হিজরা খাল, আজব বাহার খালের মুখে পাম্প হাউজ-সহ স্লুইস গেট নির্মাণ, চান্দগাঁও ও লালচান্দ রোডে সিটি কর্পোরেশনের জায়গায় বহুমুখী ভবন নির্মাণ, নগরীর কাঁচা বাজারগুলিকে আধুনিক, বাকলিয়া সিটি কর্পোরেশনের জায়গায় স্পোর্টস কমপ্লেক্স নির্মাণ, ওয়ার্ডভিত্তিক খেলার মাঠ, শিশু পার্ক, কমিউনিটি সেন্টার, মিলনায়তন, ব্যায়ামাগার,কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ, চট্টগ্রাম মহানগরীতে একটি আধুনিক কনভেনশন হল নির্মাণ, নগরীতে জোনভিত্তিক থিয়েটার ইনস্টিটিউট নির্মাণ, আই. টি. ভিলেজ নির্মাণ, সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ করার কথা বলা হয়। সুধি সমাবেশে বীর মুক্তিযোদ্ধা ভবন নির্মাণ, মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান, শিশু পার্কের জায়গায় স্মৃতি সৌধ নির্মাণ, নগর ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন,চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে অটোমেশনের আওতায় আনা, কল সেন্টার স্থাপন, মোবাইল

অ্যাপস চালু, ছাদ বাগান কর্মসূচি, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সম্মত নগরীর জন্য জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ, ডাষ্টবিন মুক্ত পরিচ্ছন্ন নগরী, ডোর টু ডোর বর্জ্য সংগ্রহ, বিলবোর্ড মুক্ত সবুজ চট্টগ্রাম সহ স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী নানামুখি কার্যক্রম তুলে ধরা হয়। সুধি সমাবেশে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ দুই অর্থ বছরের কার্যক্রম তুলে ধরা হয়। তন্মোধ্যে প্রকৌশল বিভাগ এর অধীন সিভিল,যান্ত্রিক ও বিদ্যুৎ এর কার্যক্রম, নান্দনিক চট্টগ্রাম গড়ার প্রত্যয়ে রাজস্ব আদায় কার্যক্রমের মধ্যে পৌর কর, ট্রেড লাইসেন্স, ভুমি হস্তান্তর, সাইনবোর্ড ও বিবিধ খাতের আদায় সহ এ্যাষ্টেট খাতে প্রাপ্ত রাজস্বের তথ্য উপাত্ত তুলে ধরা হয় এছাড়াও শিক্ষা বিভাগের কার্যক্রম অর্জন ও সফলতা, স্বাস্থ্য বিভাগের কার্যক্রম অর্জন ও সফলতা, পরিচ্ছন্ন বিভাগের কার্যক্রম, হিসাব বিভাগের কার্যক্রম, সচিবালয় বিভাগের কার্যক্রম সহ অন্যান্য কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্যচিত্র তুলে ধরা হয়।

৩১ জুলাই ২০১৭ খ্রি.

চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নোমান আল মাহমুদ এর বড় ভাই হাসান আল মাহমুদ এর মৃত্যুতে মাননীয় মেয়রের শোক

চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নোমান আল মাহমুদ এর বড় ভাই হাসান আল মাহমুদ এর মৃত্যুতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আ জ ম নাছির উদ্দীন গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি আজ এক শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত ও শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি সমবেদনা জানান।

সংবাদদাতা
মো. আবদুর রহিম
জনসংযোগ কর্মকর্তা